

সূরা ১৪ : ইবরাহীম, মাক্কী

১৪ - سورة إبراهيم مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৫২, রুকু ৭

(آيَاتُهَا : ৫২, رُكُوعَاتُهَا : ৭)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। আলিফ লাম রা। এই
কিতাব আমি তোমার প্রতি
অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি
মানব জাতিকে বের করে
আনতে পার অন্ধকার হতে
আলোর দিকে; তাঁর পথে,
যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ।

১. اَلرَّ كِتَابٌ اُنْزِلْنَاهُ اِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى
صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

(২) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও
যমীনে যা কিছু আছে তা
তাঁরই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ
কাফিরদের জন্য।

২. اَللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ
عَذَابٍ شَدِيْدٍ

(৩) যারা পার্থিব জীবনকে
পরকালীন জীবনের উপর
প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত
করে আল্লাহর পথ হতে এবং
তা (আল্লাহর পথ) বন্ধ
করতে চায়; তারাইতো স্মার

৩. اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ اَلْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللَّهِ

বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي

ضَلَالٍ بَعِيدٍ

পবিত্র কুরআন অমান্যকারীদের পরিণাম

‘হুৱুফে মুকাত্তাআ’হ’ যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, এগুলির বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে মুহাম্মাদ! এই ব্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন কিতাবটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এই কিতাবটি অন্যান্য আসমানী কিতাব হতে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং রাসূলও অন্যান্য সমস্ত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তথা আরাব, অনারাব সবার জন্য এটি নাযিল করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এর মাধ্যমে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসবে। তুমি পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং মন্দকে ভালর দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবে।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু‘মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৭)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৯) রাসূলদের মাধ্যমে যাদের হিদায়াতের তিনি ইচ্ছা করেন তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং তারাই অপরাজেয়, বিজয়ী এবং সব কিছুর বাদশাহ হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত হয়, যাকে কেহ রুখতে পারেনা এবং যার উপর

কেহ ক্ষমতাশালীও হতে পারেনা। বরং আল্লাহ সুবহানাহ্ সব কিছুর উপর বাধাহীন। **الْحَمِيدُ** তিনি তাঁর সব কাজে, সব আদেশ-নিষেধে প্রশংসিত এবং শারীয়তী বিধানে তিনিই একমাত্র প্রশংসার দাবীদার। যে কোন বাক্যে ও বর্ণনায় তিনিই সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এরই অনুরূপ অন্যত্র বলা হয়েছে :

قُلْ يَتَّيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮) আল্লাহ বলেন :

وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা রাসূল মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছে এবং তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা দুনিয়া লাভের জন্য পূরা মাত্রায় চেষ্টা তাদবীর করে এবং আখিরাত হতে থাকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا তারা রাসূলদের আনুগত্য হতে অন্যদেরকেও বিরত রাখে। আল্লাহর পথ হচ্ছে সোজা ও পরিষ্কার, তারা সেই পথকে বক্র করতে চায়। তারাই অজ্ঞতা ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পথ বক্র হয়নি এবং হবেওনা। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের সংশোধন সুদূর পরাহত।

৪। আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা

۴. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা
সৎ পথে পরিচালিত করেন
এবং তিনি পরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়।

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

প্রত্যেক নাবী তাঁর কাওমের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন

ইহা আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের নাবীকে তাদের কাওমের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন, যাতে বুঝতে ও বুঝাতে সহজ হয়।

হিদায়াত ও গুমরাহী আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারেনা। তিনি জয়যুক্ত। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। পথভ্রষ্ট সে‘ই হয় যে ওর যোগ্য। আবার হিদায়াত লাভ সে‘ই করে যে ওর উপযুক্ত। যেহেতু প্রত্যেক নাবী শুধুমাত্র নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর কাওমের ভাষায়ই কিতাব লাভ করেছেন এবং তিনিও সেই ভাষারই লোক ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্ন আবদুল্লাহর রিসালাত ছিল সাধারণ (General)। তিনি ছিলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য রাসূল। যেমন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীদের কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে মাসের পথের দূরত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে শত্রুরা আমার নামে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে)। (২) আমার জন্য (এবং আমার উম্মাতের জন্য সমস্ত) যমীনকে সাজদাহর স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) আমার জন্য গাণীমাতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমার জন্য শাফায়া‘ত করার অনুমতি রয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) আল্লাহ তা‘আলা এখানে ঘোষণা করেন :

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল : হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৫৮)

৫। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলি দ্বারা উপদেশ দাও, এতেতো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

۵. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

মূসা (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ইতিহাস

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : ‘হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে আমার রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তোমার উপর আমার কিতাব নাযিল করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। অনুরূপভাবে আমি মূসাকেও রাসূল করে বানী ইসরাঈলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তাকে অনেক নিদর্শনও দিয়েছিলাম। (এর বর্ণনা (১৭ : ১০১) এই আয়াতে রয়েছে) তাকেও ঐ একই নির্দেশ দিয়েছিলাম : লোকদেরকে ভাল কাজের দিকে আহ্বান কর। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে এবং অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে সরিয়ে হিদায়াতের দিকে নিয়ে এসো। তাদেরকে (বানী ইসরাঈলকে) আল্লাহর ইহসানসমূহের কথা স্মরণ করাও। ঐগুলি হচ্ছে : তিনি তাদেরকে যালিম ফির‘আউনের গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের জন্য নদীর পানিকে দুই ধারে খাড়া করে দিয়েছেন, মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছেন, ‘মান্না ও সালওয়া’ নামক খাবারসহ বহু নি‘আমাত তাদেরকে দান করেছেন। এটা মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৫২১) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ আমি আমার বান্দা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছি, তাদেরকে ফির‘আউন ও তার কঠিন

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছি এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : উত্তম বান্দা হচ্ছে সে যে বিপদের (পরীক্ষার) সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (তাবারী ১৬/৫২৩)

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মু’মিনের প্রত্যেক কাজই বিস্ময়কর। আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালা করেন সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়। যখন তার উপর কোন বিপদ আসে তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওর পরিনামও তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে।’ (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৬। যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির‘আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এবং এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।

۶. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيَذْنِبُونَ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي
ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

৭। যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষণা করেন : তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর

۷. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ

অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।	كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
৮। মূসা বলেছিল : তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।	۸. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

মূসার (আঃ) নাসীহাত

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে তাদেরকে রক্ষা করা, যারা তাদেরকে শক্তিহীন করে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন চালাত, এমনকি তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। মূসা (আঃ) তাই স্বীয় কাওমকে বলেছেন : **وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ**

عَظِيمٌ এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এত বড় নি'আমাত যে, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, এই বাক্যটির ভাবার্থ এরূপও হতে পারে : ফির'আউনদের কষ্ট প্রদান প্রকৃতপক্ষে তোমাদের উপর একটা মহাপরীক্ষা ছিল। আবার সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, অর্থ দু'টিই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَلْوَنُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৬৮) মহান আল্লাহর উক্তি :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ যখন তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে অবহিত করলেন।
আবার এরূপ অর্থও হতে পারে : যখন তোমাদের রাব্ব তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও
বিরাটত্বের শপথ করলেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

তোমার রাব্ব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর
কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন।
(সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৬৭)

لَمَّا شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক
দিব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় ওয়াদা এবং তাঁর ঘোষণাও বটে যে,
তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নি'আমাত আরও বাড়িয়ে দিবেন এবং অকৃতজ্ঞ ও
অস্বীকারকারীদের নি'আমাতসমূহ ছিনিয়ে নিবেন। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি
প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে : বান্দা তার পাপের কারণে আল্লাহর রূযী
থেকে বঞ্চিত হয়। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ তোমরা
ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোকও যদি আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও তাহলে
তাঁর কি ক্ষতি হবে? তিনিতো তাঁর বান্দাদের হতে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা
প্রকাশের ব্যাপারে মোটেও মুখাপেক্ষী নন। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য।
যেমন তিনি বলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ

তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা যুমার, ৩৯ :
৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

فَكْفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু
আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৬)

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ
তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন : 'হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের
প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই মিলিতভাবে পরহেযগার হয়ে যায় তবুও আমার
রাজ্যের সম্মান একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে হে আমার বান্দারা! তোমাদের

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব ও দানব সবাই যদি পাপিষ্ঠ হয়ে যায় তবুও এ কারণে আমার রাজ্য অণু পরিমান হ্রাস পাবেনা। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটা মাইদানে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর আমার কাছে চাইতে থাকে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিই তবুও আমার ভান্ডার হতে ঐ পরিমান কমবে যে পরিমান পানি সমুদ্র হতে কমে যায় যখন সুই ডুবিয়ে তা থেকে পানি উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।

৯। তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদ ও ছামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা; তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত : যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ।

۹. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

পূর্বের নাবীগণকেও

তাদের কাওমের লোকেরা বিশ্বাস করেনি

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে নূহের (আঃ) কাওম, আ'দ, ছামূদ এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, তারাও তাদের নাবী/রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের সংখ্যা কত

(بَالِيِّنَاتٍ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ) ছিল তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন। তাঁরা তাদের নিকট সত্য বাণী এবং পূর্ণ নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন মাইমুন (রহঃ) বলেন, (لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا) (اللَّهُ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : বংশক্রম বর্ণনাকারীরা ভুল কথক। (তাবারী ১৬/৫২৮) এমনও বহু উম্মাত গত হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জ্ঞান নেই। উরওয়া ইব্ন যুহাইর (রাঃ) বলেন : মাদ ইব্ন আদনানের পরবর্তী নসবনামা সঠিকভাবে কেহ জানেনা। (কুরতুবী ৯/৩৪৪)

‘তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখল’ এর অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত) বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল যে, তিনি যেন মহান আল্লাহর বাণী তাদের কাছে প্রচার করা বন্ধ করেন। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের নিজেদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতকে অস্বীকার করে। এও অর্থ হতে পারে যে, তারা রাসূলদের কথার জবাব না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় অঙ্গুলীগুলি মুখে দিয়ে কামড়াতে থাকে।

মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের মুখের দ্বারাও তাঁদের প্রচারের প্রতিবাদ করত। (তাবারী ১৬/৫৩৪) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি যে, মুজাহিদের (রহঃ) এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে : وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ

مُرِيبٌ এবং বলত : যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ। আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখে হাত দিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। এক আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا خَلَوْا عَصُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আগুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৯) এই অর্থও হবে যে, আল্লাহর কালাম শুনে বিস্মিত হয়ে তারা তাদের হাতগুলি তাদের মুখে পুরে দেয় এবং বলে :

آمَراتو তোমার রিসালাত
অস্বীকারকারী, আমরা তোমাকে সত্যবাদী মনে করিনা, বরং আমরা ভীষন
সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।

১০। তাদের রাসূলগণ বলেছিল : আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলত : তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

۱۰. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ
فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا
فَاتُّونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

১১। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত : সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ,

۱۱. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خُنْ

কিছু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়; মু'মিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

১২। আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করবনা কেন? তিনিইতো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্রেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

১২. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءٰذٰیْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

নাবীগণের সাথে কাফিরদের বিতর্কের ধরণ

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলগণের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কাফিরদের কথাবার্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তাদের কাওম আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবাদে রাসূলগণ তাদেরকে বলেন : أَفِي اللَّهِ شَكٌّ অস্তিত্বের ব্যাপারে কি কারণে সন্দেহ থাকতে পারে? স্বভাব ও প্রকৃতিতো তাঁর অস্তিত্বের মতই স্বাক্ষী! মানুষের বুনিয়াদের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি বিদ্যমান। সুস্থির বিবেক তার অস্তিত্ব মানতে বাধ্য। কোন কিছুই অস্তিত্বের জন্য ওকে অস্তিত্বে আনয়নকারীর উপস্থিতি থাকা যরুরী। তাহলে যিনি এই আসমান ও

যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ। তাঁর উলুহিয়াত ও একাত্ববাদে তোমাদের সন্দেহ রয়েছে কি? যখন সমস্ত প্রাণী, জীব-জন্তু এবং বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও আবিস্কারক তিনিই, তখন একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য হবেন না কেন?

অধিকাংশ উম্মাতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকারকারী ছিল। তারা অন্যদের যে ইবাদাত করত তা শুধু এই মনে করে যে, তাদের মাধ্যমেই তারা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করবে। এ জন্য আল্লাহর রাসূলগণ তাদেরকে ঐ সব দেবতার ইবাদাত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন :

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করছেন যে, তিনি পরকালে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তিনি মর্যাদা দান করবেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيٍّ وَيُؤْتِكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.

আর (এ উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক ‘আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩)

মানুষ হওয়ার অজুহাতে কাফিরেরা নাবীদের প্রতি ঈমান আনেনি

তাদের উম্মাতগণ প্রথম পর্যায়াটিকে মেনে নেয়ার পর জবাব দেয় : إِنَّ أَنثُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا আমরা তোমাদের রিসালাতকে কি করে মেনে নিতে পারি? তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। আচ্ছা যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদীই হও তাহলে বড় রকমের মু‘জিযা আমাদের সামনে পেশ কর যা মানবীয় শক্তির বাইরে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন :

لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ এ কথাতো সত্যই যে, আমরা তোমাদের মতই মানুষ। তবে রিসালাত

ও নাবুওয়াত আল্লাহর একটি দান। তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। وَمَا كَانَ
 نَاسِئًا أَنْ تَأْتِيَكُمْ بَسُطَانُ মানুষ হওয়াটা রিসালাতের প্রতিকূল নয়। আর যে
 জিনিস তোমরা আমাদের কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছ সে সম্পর্কেও জেনে রেখ যে,
 ওটা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতার জিনিস নয়। তবে আমরা আল্লাহর কাছে
 প্রার্থনা করব। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনা কবুল করেন তাহলে আমরা অবশ্যই
 তা তোমাদের দেখাব। وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ মু'মিনরাতো প্রতিটি
 কাজে আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করে। وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ আর
 বিশেষ করে আমরা তাঁর উপর খুব বেশী ভরসা করি। কেননা তিনি আমাদেরকে
 সমস্ত পথের মধ্যে সর্বোত্তম পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা যত পার
 আমাদেরকে কষ্ট দিতে থাক, কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমাদের হাত থেকে ভরসার
 অঞ্চল ছুটে যাবে না। وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ভরসাকারী দলের জন্য
 আল্লাহ তা'আলার ভরসাই যথেষ্ট।

১৩। কাফিরেরা তাদের
রাসূলদেরকে বলেছিল :
আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই
আমাদের দেশ হতে বহিস্কার
করব, অথবা তোমাদেরকে
আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে
আসতেই হবে। অতঃপর
রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব
অহী প্রেরণ করলেন;
যালিমদেরকে আমি অবশ্যই
বিনাশ করব।

١٣. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ
أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا^ط
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ

১৪। তাদের পরে আমি
তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত
করবই; এটা তাদের জন্য
যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে

١٤١. وَلَنُصَبِّحَنَّكُمْ أَلْأَرْضَ مِنْ
بَعْدِهِمْ^ج ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ

উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।	مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
১৫। তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল।	۱۵. وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
১৬। তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ -	۱۶. مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ
১৭। যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবেনা এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।	۱۷. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

সব কাফির জাতিই তাদের

নাবীদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার হুমকি দিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা যখন যুক্তি-তর্কে হেরে গেল তখন নাবীদেরকে ধমক দিতে ও ভয় দেখাতে লাগল যে, তাদেরকে তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। শু'আইবের (আঃ) কাওমও তাদের নাবী ও মু'মিনদের এ কথাই বলেছিল :

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا

আর তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল : হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ

হতে বহিস্কার করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮৮) লূতের (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল :

أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ

লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর। (সূরা নামল, ২৭ : ৫৬) কুরাইশ মুশরিকরাও এই রূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ও বলেছিল : 'তাকে বন্দী কর, হত্যা কর অথবা দেশ থেকে বের করে দাও।' তাদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنْكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩০)

তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপদে মাক্কা হতে মাদীনায পৌঁছে দিলেন। মাদীনাবাসীকে তাঁর আনসার বা সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। তারা তাঁর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার পতাকা তলে এসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উন্নতি দান করেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি মাক্কাও জয় করেন। ফলে দীনের দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর কালেমা এবং তার দীন অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে সমস্ত বেদীনের উপর বিজয় লাভ করে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অহী করলেন :

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৩-১৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল : তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৮) অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে :

وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا ۚ الَّتِي بَدَرْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৭)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ
جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৭১-১৭৩) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন :

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ১০৫) মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন : ঘোষিত হয়েছে :

يَوْمَئِذٍ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
আসবে' এই ওয়াদা ঐ লোকদের জন্য যারা কিয়ামাতের দিন আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :
فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. وَءَاثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৩৭-৪১) তিনি আরও বলেন :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৬)

وَاسْتَغْفِرُوا রাসূলগণ তাদের রবের কাছে সাহায্য, বিজয় ও ফাইসালা প্রার্থনা করলেন অথবা তাদের কাওম এই রূপ প্রার্থনা করল। রাসূলগণের এইরূপ প্রার্থনা করা তাদের রীতি বলে জানিয়েছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৪, ৫৪৫) আর তাঁর কাওমের এরূপ প্রার্থনা

করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবদুর রাহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৫) যেমন মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা বলেছিল :

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২)

আবার এও হতে পারে যে, এদিকে কাফিরেরা এটা প্রার্থনা করল, আর ওদিকে রাসূলগণও দু'আ করলেন। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল যে, একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট কাতর কণ্ঠে দু'আ করেছিলেন, আর অপর দিকে কাফির নেতৃবর্গ প্রার্থনা করেছিল : হে আল্লাহ আজ তুমি হক বা সত্যকে জয়যুক্ত কর। হয়েছিলও তাই। মু'মিনরা হক পথে ছিলেন, অতএব তারাই বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলেছিলেন :

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। (সূরা আনফাল, ৮ : ১৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। মহান আল্লাহর উক্তি :

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল) যেমন তিনি এক আয়াতে বলেন :

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ

আদেশ করা হবে : তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (সূরা কাফ, ৫০ : ২৪-২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম আনয়ন করা হবে। তখন সে সমস্ত মাখলুককে ডাক দিয়ে বলবে : আমি প্রত্যেক অহংকারী ও হঠকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছি। (তিরমিযী ২৫৭৩, ২৫৭৪) সেই দিন ঐ মন্দ লোকদের কতইনা দুরাবস্থা হবে, যেদিন নাবীগণ পর্যন্ত মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ সামনে জাহান্নাম তার অপেক্ষায় থাকবে, সেখানে প্রবেশ করার পর আর বের হয়ে আসতে পারবেনা। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ততো জাহান্নাম সকাল সন্ধ্যায় সামনে আসতেই থাকবে। তারপর ওটাই স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থান হয়ে যাবে। وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ অতঃপর সেখানে তার জন্য পানির পরিবর্তে আগুনের মত পুঁজ রয়েছে এবং সীমাহীন ঠান্ডা ও দুর্গন্ধময় পানি রয়েছে, যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত হয়ে আসবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আশ্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৫৭-৫৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : صَدِيدٌ বলা হয় পুঁজ ও রক্তকে যা জাহান্নামীদের গোশত ও চামড়া থেকে বয়ে আসবে। (তাবারী ১৬/৫৪৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও এক জায়গায় বলেন :

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ

তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে। (সূরা কাহফ, ১৮ : ২৯)

وَهُمْ مَّقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২১)

وَلَا يَكَاذُ يُسِيغُهُ

গলা থেকে নামা অসম্ভব হয়ে যাবে। (সর্ব দিক
হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা) আমর ইব্ন মাইমূন ইব্ন মাহরান (রহঃ)
বলেন : দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও কষ্ট হবে। মনে হবে যেন
মৃত্যু চলে আসছে। কিন্তু মৃত্যু হবেনা। (দুররুল মানসুর ৫/১৬)

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য
জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৬) ইব্ন আব্বাস
(রাঃ) বলেন : সামনে, পিছনে, ডান ও বাম হতে যেন মৃত্যু চলে আসছে, কিন্তু
এসে পড়ছেনা। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে
রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে ডাকলেও আসেনা। মৃত্যুও আসেনা, শাস্তিও সরে যায়না।
যেন সার্বক্ষণিক শাস্তি হতে থাকে। প্রত্যেক শাস্তি এমন যে, তা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট
হওয়ার চেয়েও বেশী। কিন্তু সেখানেতো মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে। এসব শাস্তির
সাথে আরও কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা
যাককুম বৃক্ষ সম্বন্ধে বলছেন :

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ.
فَلَيْهِمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لُؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ
حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ

এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। ওটার মোচা যেন
শাইতানের মাথা। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা
দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে
অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৬৪-৬৮) মোট কথা,
কখনও যাককুম খাওয়া, কখনও গরম ফুটন্ত পানি পান করা, কখনও আগুনে
পোড়ানো, কখনও পুঁজ পান করানো ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে।
আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপভাবেই
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৩-৪৪) প্রবল প্রতাপাশ্রিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ.
كَغَلَى الْحَمِيمِ. خَذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. إِنَّ هَذَا
مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাকুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে : আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ : ৪৩-৫০) তিনি অন্যত্র বলেন :

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّنْ
نَّحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৪১-৪৪)

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا
فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِمْ أَزْوَاجٌ

এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৫৫-৫৮) এমন আরও বহু

শাস্তি রয়েছে যা মহামহিমাম্বিত ও প্রবল প্রতাপাম্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا رُبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৬)

১৮। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা - তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারেনা; এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি।

۱۸. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

অবিশ্বাসী কাফিরদের আমলের তুলনা

এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কাফিরদের আমলের ব্যাপারে উপস্থাপন করেছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের উপাসনা করে, রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যাদের আমলগুলি পায়ানহীন বা ভিত্তিহীন অট্টালিকার মত। এর পরিনাম দাঁড়ালো এই যে, প্রয়োজনের সময় শূন্যহস্ত হয়ে গেল। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

কাফিরদের আমলগুলির দৃষ্টান্ত কিয়ামাতের দিন, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে সাওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকবে এবং মনে করতে থাকবে যে, হয়ত তারা তাদের সৎ কার্যাবলীর বিনিময় লাভ করবে। আসলে কিন্তু কিছুই পাবেনা, বরং নিরাশ হয়ে শুধু হায় হায় করতে থাকবে। যেমন ঝড়ের দিন বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ছাই এর যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি কাফিরদের দুনিয়ার উত্তম কার্যাবলীও

মূল্যহীন ও নিষ্ফল হবে। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছাইগুলি একত্রিত করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভও অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩) অন্য এক স্থানে রয়েছে :

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৭)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি। তাদের চেষ্টা ও কাজ পায়ারহীন ও অস্থির। কঠিন প্রয়োজনের সময় তারা তাদের এসব কাজের কোনই বিনিময় পাবেনা। এটাই হচ্ছে বড়ই দুর্ভোগ

<p>১৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।</p>	<p>١٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئِشًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ</p>
<p>২০। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।</p>	<p>٢٠. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ</p>

মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : কিয়ামাতের দিন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম। আমি যখন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি তখন মানুষকে সৃষ্টি করা আমার কাছে মোটেই কঠিন নয়। আকাশের উচ্চতা, প্রশস্ততা, বিরাটত্ব, অতঃপর তাতে স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি আর এই যমীন, পর্বতরাজি, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা এবং জীব-জন্তু সবই তাঁর সৃষ্টি। যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে অপারগ হননি, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেননা? অবশ্যই তিনি এতে ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ
 لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا
 الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ
 الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۖ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ
 إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
 شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে
 সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে,
 অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে : অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে
 যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল : ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা
 প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি
 তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা
 প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের
 অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাপ্রজ্ঞা, সর্বজ্ঞ। তাঁর
 ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’,
 ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের
 সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬
 : ৭৭-৮৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِن يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
 ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তি
 ত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। তোমরা যদি
 তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে এরূপই হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৫-১৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮) তিনি আরও বলেন :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ^১ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৩)

২১। সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেই। যারা অহংকার করত, দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে : আমরা তোমাদের

২১. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে কি আমাদেরকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে : আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ هَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ

কাফির নেতা এবং তাদের

আনুগত্যকারীদের সাথে জাহান্নামে তর্ক হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَبَرَزُوا পরিষ্কার সমতল ভূমিতে ভাল ও মন্দ এবং সৎ আমলকারী ও পাপী সমস্ত মাখলুককে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। فَقَالَ الطُّغَفَاءُ ঐ সময় দুর্বল লোকেরা নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে, যারা তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূলের আনুগত্য হতে বিরত রাখত, বলবে : إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। আমাদেরকে তোমরা যা হুকুম করতে তা আমরা মেনে চলতাম। আমাদেরকে তোমরাতো বহু কিছুর আশা দিয়েছিলে। فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ আজ কি তাহলে আল্লাহর আযাব আমাদের থেকে সরাতে পারবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা ও সর্দারেরা বলবে : لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ لَهْدَيْنَاكُمْ আমরা নিজেরাইতো সুপথ প্রাপ্ত ছিলামনা। কাজেই তোমাদেরকে আমরা পথ দেখাতাম কিরূপে? سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তির কথা আমাদের

সবারই উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা সবাই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছি। অতএব এখন আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অথবা ধৈর্য ধারণ করি একই কথা। শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার সমস্ত উপায় এখন হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আমি (ইবন কাসীর) বলি : প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, নেতা ও অনুগতদের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার পর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাস্তিকদেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাস্তিকেরা বলবে : আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৭-৪৮)

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَقَاتِمٌ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

আল্লাহ বলেন : তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন : তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে :

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮-৩৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعِيفٌ
مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا

তারা আরও বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৭-৬৮) হাশরের মাইদানে তাদের ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَخُنُّ صَدَدْتَكُمْ عَنِ
أَهْدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكَبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
أُندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ
الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবে : তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদপী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপীদেরকে বলবে : প্রকৃত পক্ষে

তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩১-৩৩)

২২। যখন সব কিছুই মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের

۲۲. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلُمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।	أَلَيْمٌ
২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে; সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।	۲۳. وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

কিয়ামাত দিবসে শাইতান তার অনুসরণকারীদের ত্যাগ করে চলে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন তিনি বান্দাদের ফাইসালার কাজ শেষ করবেন এবং মু'মিনরা জান্নাতে ও কাফিরেরা জাহান্নামে চলে যাবে, ঐ সময় অভিশপ্ত ইবলীস জাহান্নামের উপর দাঁড়িয়ে জাহান্নামীদেরকে তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা ও মনের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলবে :

وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সত্য। রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্যই ছিল মুক্তি ও শান্তির পথ। আর আমার ওয়াদাতো ছিল প্রতারণা মাত্র। অন্যত্র বলা হয়েছে :

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ১২০) শাইতান আরও বলে : আমার কথা ছিল দলীল প্রমাণহীন। তোমাদের উপর আমার কোন জোর যবরদস্তি ও আধিপত্য ছিলনা। তোমরা অযথা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। আমি তোমাদেরকে যে হুকুম করেছিলাম তা তোমরা মেনে

নিয়েছিলে। এর পরিনাম তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলো। এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। সুতরাং আজ তোমরা আমাকে তিরস্কার করনা, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। পাপ তোমরা নিজেরাই করেছিলে। তোমরাই দলীল প্রমাণ ত্যাগ করেছিলে। আমার কথা তোমরা মেনে চলেছিলে। আজ আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবনা। আজ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। তোমাদের কোন উপকার করতে পারবনা। আমি তোমাদেরকে শিরকের কারণে প্রত্যাখ্যান করছি। (তাবারী ১৬/৫৬৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন : আমি আজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি আল্লাহর শরীক নই। (তাবারী ১৬/৫৬১) যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫-৬) অন্যত্র তিনি বলেন :

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮২)

অতএব এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জাহান্নামীদের সাথে ইবলীসের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে প্রবেশের পর যাতে তাদের আফসোস ও দুঃখ খুব বেশী হয়।

আমির আশ শা'বী (রহঃ) বলেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে দু'জন বক্তা বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়াবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) বলবেন :

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا
يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا

مَا أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَلِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَلَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে : আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বলবেন : এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৬-১১৯)

এই আয়াত পর্যন্ত এই বর্ণনাই রয়েছে। আর অভিশপ্ত ইবলীস দাঁড়িয়ে বলবে : وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (শেষ পর্যন্ত)।

দুষ্ট ও পাপী লোকদের পরিনাম ও তাদের দুঃখ বেদনা এবং ইবলীসের উত্তরের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ ও মু'মিন লোকদের সফল

পরিনামের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন। মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা যথা ইচ্ছা গমনাগমন করবে, চলবে-ফিরবে এবং পানাহার করবে। চিরদিনের জন্য তারা সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে না তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে, না তাদের মন খারাপ হবে, না অস্বস্তি বোধ করবে, না মারা যাবে, না বহিস্কৃত হবে, আর না নি'আমাত কমে যাবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি সালাম। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৩) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

عُقُبَى الدَّارِ

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে : তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম! (সূরা রা'দ, ১৩ : ২৩-২৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক স্থানে বলেন :

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে : হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০)

<p>২৪। তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত -</p>	<p>٢٤. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ</p>
<p>২৫। যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।</p>	<p>٢٥. تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ</p>
<p>২৬। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।</p>	<p>٢٦. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ</p>

ইসলামী ও কুফরী বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, **مَثَلًا** লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য দেয়াই বুঝানো হয়েছে কালেমা তাইয়েবা দ্বারা। আর **كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ** উত্তম ও পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। এর মূল দৃঢ় অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রয়েছে। এর শাখা রয়েছে উর্ধ্বে অর্থাৎ মু'মিনের তাওহীদ বা একাত্মবাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়।

(তাবারী ১৬/৫৬৭) যাহহাক (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলী। মু'মিন খেজুর গাছের ন্যায়। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার আমলগুলি আকাশে উঠে যায়। (তাবারী ১৬/৫৭২-৫৭৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন : ওটা কোন গাছ যা মুসলিমের মত, যার পাতা ঝরে পড়েনা, গ্রীষ্মকালেও না শীতকালেও না; যা তার রবের অনুমোদনক্রমে সব মওসুমেই ফল ধারণ করে? আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : আমি মনে মনে বললাম যে, বলে দিই : ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি দেখলাম যে, মাজলিসে আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এবং তারা নীরব আছেন, অতএব আমিও নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ওটা হচ্ছে খেজুর গাছ। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার পিতা উমারকে (রাঃ) এটা বললে তিনি বললেন : হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যদি এই উত্তর বলে দিতে তাহলে এটা আমার কাছে সমস্ত কিছু পেয়ে যাওয়া অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হত। (ফাতহুল বারী ৮/২২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ওটা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। প্রতি মাসে বা প্রতি দু'মাসে অথবা প্রতি ছ'মাসে কিংবা প্রতি সাত মাসে। শব্দগুলির বাহ্যিক ভাবার্থ হচ্ছে : মু'মিনের দৃষ্টান্ত ঐ গাছের মত যার ফল সব সময় শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে-রাতে ফলতে থাকে। অনুরূপভাবে মু'মিনের সৎ আমল দিন-রাত সব সময় আকাশে উঠে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুধাবনের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ মন্দ কালেমা অর্থাৎ কাফিরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যার কোন মূল্য নেই এবং যা দৃঢ় নয়। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে 'হানযাল' গাছের সাথে, যাকে 'শারইয়ান' বলা হয়। শুবাহ (রহঃ) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্ন আবি কুররাহ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ওটা হানযাল গাছ। (তাবারী ১৬/৫৬৯) এই রিওয়াযাতিটি মারফু রূপেও এসেছে। এর মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। অনুরূপভাবে

কুফরী মূলহীন ও শাখাহীন। কাফিরের কোন ভাল কাজ উপরে উঠেনা এবং তার থেকে কিছু কবুলও হয়না।

২৭। যারা শাস্তত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

۲۷. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

‘একটি শব্দ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে ইহকাল ও পরকালে দৃঢ় রাখবেন

সহীহ বুখারীতে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মুসলিমকে যখন তার কাবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯, মুসলিম ৪/২২০১, আবু দাউদ ৫/১১২, তিরমিযী ৮/৫৪৭, নাসাঈ ৬/৩৭২)

মুসনাদ আহমাদে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন আনসারীর জানাযায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই এবং কাবরস্থানে পৌছি। তখন পর্যন্ত কাবর তৈরীর কাজ শেষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়েন এবং আমরাও তাঁর পাশে এভাবে বসে পড়লাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী রয়েছে। তাঁর হাতে যে কাঠের খন্ডটি ছিল তা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে দু’তিন বার বললেন : কাবরের শাস্তি হতে তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা কর; বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ এবং আখিরাতের প্রথম মুহুর্তে অবস্থান করে তখন তার কাছে আকাশ হতে সূর্যের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট মালাইকা

আগমন করেন, যেন তাদের চেহারাগুলি সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি। তার পাশে তারা এত দূর পর্যন্ত বসেন যত দূর দৃষ্টি যায়। এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুর মালাক/ফিরেশতা) এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন : হে পবিত্র রুহ! আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর সম্ভষ্টির দিকে চল। তখন রুহ এমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন কোন কলসী থেকে পানির ফোটা ঝড়ে পরে। চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও ঐ রুহকে মালাইকা তার হাতে থাকতে দেননা, বরং তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। স্বয়ং ঐ রুহ থেকেও মিশ্ক আম্রের চেয়েও বেশী সুগন্ধ বের হয়, যার চেয়ে উত্তম সুগন্ধির ঘ্রাণ দুনিয়ায় কেহ কখনও নেয়নি। তারা ঐ রুহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যান। মালাইকা/ ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : এই পবিত্র রুহ কোন ব্যক্তির? তারা তখন সে যে উত্তম নামে পরিচিত ছিল সেই নাম বলে দেন এবং তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলেন। তখন আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে মালাইকা/ফিরেশতাগণ ঐ রুহকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে, দ্বিতীয় আকাশ হতে তৃতীয় আকাশে এবং এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তখন বলেন : আমার বান্দার আমলনামা ইল্লীনে লিখে নাও এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি তাকে ওটা থেকেই সৃষ্টি করেছি ওকে ওখানেই ফিরিয়ে দিব এবং ওখান থেকেই দ্বিতীয় বার বের করব। অতঃপর তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন : তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে : আমার রাব্ব আল্লাহ। আবার তারা প্রশ্ন করেন : তোমার দীন কি? সে জবাবে বলে : আমার দীন হল ইসলাম। আবার তারা প্রশ্ন করেন : যে ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে উত্তর দেয় : তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : তুমি কিরূপে জেনেছ? সে জবাব দেয় : আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে এবং ওর উপর ঈমান এনেছি এবং ওটিকে সত্য বলে জেনেছি। ঐ সময় আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধী বাতাস তার কাবরে আসতে থাকে। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তার কাবরটি প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতঃপর তার কাছে একজন আলোকজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর লোক আগমন করে এবং তাকে বলে : তুমি খুশী হয়ে যাও। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে : তুমি কে? তোমার চেহারা তো শুধু ভালই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তরে বলে : আমি তোমার সৎ আমল। ঐ সময় ঐ মুসলিম ব্যক্তি বলে : হে আমার রাব্ব! সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন, সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন যাতে আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সময় ও আখিরাতের প্রথম সময়ে অবস্থান করে তখন তার কাছে কালো ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট আসমানী মালাইকা/ফিরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাদের সাথে থাকে জাহান্নামী চট। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তত দূরে তারা তার থেকে বসে পড়েন। তারপর মালাকুল মাউত এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন : হে কলুষিত রুহ! আল্লাহর গযব ও ক্রোধের দিকে চল। তার রুহ দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যাকে অতি কষ্টে বের করে আনা হয়, যেমন করে ভিজা কম্বল থেকে কাঁটায়ুক্ত কোন কিছু ছাড়িয়ে নেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকে মালাইকা ঐ রুহকে তার হাত হতে নিয়ে যান এবং জাহান্নামী চটে জড়িয়ে নেন। তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠে ওর চেয়ে বেশী দুর্গন্ধময় জিনিস কখনও পাওয়া যায়না। তারা ওটা নিয়ে আকাশে উঠে যান। মালাইকা/ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা জিজ্ঞেস করেন : এই কলুষিত রুহ কোন ব্যক্তির? দুনিয়ায় তার যে খারাপ নামটি ছিল তারা তার সেই নাম বলে দেন। তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে তারা দরজা খুলে দিতে বলেন। কিন্তু দরজা খোলা হয়না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي

سَمِّ الْحَيَّاطِ

তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে। (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা তখন বলেন : ‘তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও, যা যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে।’ তার খারাপ রুহকে তখন আকাশ হতে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ

الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

আর যে আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩১)

অতঃপর তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন : তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে : হায় হায় আমিতো জানিনা! আবার তারা জিজ্ঞেস করেন : তোমার দীন কি? এবারও সে জবাব দেয় : হায় হায় আমিতো এটাও অবগত নই। পুনরায় তারা প্রশ্ন করেন : তোমাদের কাছে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে জবাবে বলে : হায় হায় এ খবরও আমার জানা নেই। ঐ সময় আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায় : আমার বান্দা মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দাও। সেখানে তার কাছে জাহান্নামের বাতাস ও বাষ্প আসতে থাকে। তার কাবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার দেহের এক পাজর অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন খুবই জঘন্য ও ভয়ানক আকৃতির এবং ময়লাযুক্ত খারাপ পোশাক পরিধানকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একটি লোক তার কাছে আসে এবং বলে : এখন তুমি দুর্গন্ধিত ও চিন্তিত হয়ে যাও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করে : তুমি কে? তোমার চেহারায় শুধু মন্দই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তর দেয় : আমি তোমার খারাপ আমল। সে তখন প্রার্থনা করে : হে আমার রাব্ব! দয়া করে কিয়ামাত সংঘটিত করবেননা। (আহমাদ ৪/২৮৭, আবু দাউদ ৩/৫৪৬, নাসাঈ ৪/৭৮, ইব্ন মাজাহও ১/৪৯৪)

আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কাবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে সমাধিস্থ করে চলে যায়, আর তাদের চলে যাবার সময় তাদের জুতার শব্দ তার কানে আসতে থাকে এমতাবস্থায়ই দু'জন মালাক/ফিরেশতা তার কাছে পৌঁছে যান এবং তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন : এই লোকটি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে মু'মিন হলে বলে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হয় : দেখ, জাহান্নামে

এটা তোমার বাসস্থান ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে পরিবর্তন করে জান্নাতের এই বাসস্থানটি তোমাকে দান করেছেন। সে তখন দু'টি জায়গাই দেখতে পায়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আমাদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামলে ভরপুর থাকে। (আব্দ ইব্ন হুমাইদ ১১৭৮, মুসলিম ২৮৭০, নাসাঈ ৪/৯৭)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মৃত ব্যক্তিকে যখন কাবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো ও নীল রং বিশিষ্ট দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন : এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? জবাবে সে বলবে যা সে আগেও বলত : তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। এ জবাব শুনে তারা বলেন : তুমি যে এটাই বলবে তা আমরা জানতাম। অতঃপর তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্বল হয়ে যায়। আর তাকে বলা হয় : তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে তখন বলে : আমি আমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ খবর দিতে চাই। তারা বলেন : তুমি সেই নব-বধুর ন্যায় ঘুমিয়ে থাক যাকে তার পরিবারের সেই জায়গায় রাখা হয় যে জায়গা তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এভাবেই সে ঘুমিয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে তাকে ঐ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। আর মুনাফিক ব্যক্তি মালাইকা/ফিরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলে : আমি কিছুই জানিনা, মানুষেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। মালাইকা তখন বলবেন : তুমি যে এই উত্তর দিবে তা আমরা জানতাম। যমীনকে হুকুম দেয়া হয় : সংকীর্ণ হয়ে যাও। তখন যমীন এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক পাঁজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায়। অতঃপর তার উপর শাস্তি হতে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত করেন এবং তাকে তার কাবর থেকে উত্থিত করেন। (তিরমিযী ১০৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কাবরে মু'মিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় : তোমার রাব্ব কে? তোমার দীন কি? তোমার নাবী কে? সে তখন উত্তরে বলে : আমার রাব্ব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা থেকে দলীল

প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতা স্বীকার করেছি। তাকে তখন বলা হয় : তুমি সত্য বলেছ। তুমি এরই উপর জীবিত থেকেছ। এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং এরই উপর তোমাকে উঠানো হবে। (তাবারী ১৬/৫৯৬)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফিরে আসো তখন সে তোমাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। যদি সে মু’মিন হয়ে মারা যায় তাহলে সালাত তার শিয়রে থাকে, যাকাত থাকে ডান পাশে, সিয়াম থাকে বাম পাশে, আর অন্যান্য সাওয়াবের কাজ যেমন দান খাইরাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকরণ, লোকদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি থাকে তার পায়ের দিকে। যখন তার মাথার দিক থেকে কেহ আসে তখন সালাত বলে : এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। ডান দিক থেকে বাধা দেয় যাকাত, বাম দিক থেকে বাধা দেয় সিয়াম এবং পায়ের দিক থেকে বাধা দেয় অন্যান্য সাওয়াবের কাজ। অতঃপর তাকে বলা হয় : বসে যাও। সে তখন বসে পড়ে এবং তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। মালাইকা/ ফিরেশতাগণ বলেন : আমরা তোমাকে যে সব প্রশ্ন করব তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে। সে বলে : থাম, আমি আগে সালাত আদায় করে নিই। তারা বলেন : সালাততো আদায় করবেই, তবে আগে আমাদের প্রশ্নগুলির জবাব দাও। সে তখন বলে : আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা যে প্রশ্ন করতে চাও সেই প্রশ্ন কর।

তারা প্রশ্ন করে : এই ব্যক্তি যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলছ এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে জিজ্ঞেস করে : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছ কি? তারা উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, তাঁর সম্পর্কেই বটে। সে তখন বলে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল; তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে দলীল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন তাকে বলা হয় : তুমি এর উপরই জীবিত থেকেছ এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছ। আর এর উপরই ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তার কাবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্বল হয়ে যায়। আর জান্নাতের দিকের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয় : দেখ, এটাই তোমার প্রকৃত বাসস্থান। সেখানে শুধু সুখ আর সুখ। অতঃপর তার রুহ অন্যান্য পবিত্র রুহগুলির সাথে সবুজ রংয়ের পাখীর দেহে রেখে দেয়া হয় যা জান্নাতের গাছ থেকে আহার করতে

রয়েছে। আর তার দেহ সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সূচনা হয়েছে অর্থাৎ মাটিতে।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। (তাবারী ১৬/৫৯৬) ইবন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তাতে তিনি কাফিরদের সাথে মালাইকার কথোপকথন এবং জাহান্নামের আযাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। (ইবন হিব্বান ৫/৪৫)

তাউস (রহঃ) বলেন : দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দ্বারা কালেমা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। আর আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে কাবরে মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। (আবদুর রাযযাক ২/৩৪২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও উত্তম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা; আর পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কাবরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। (তাবারী ১৬/৬০২)

২৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে -

۲۸. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

২৯। জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল!

۲۹. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

৩০। আর তারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য; তুমি বল : ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

۳۰. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

মুসলিম থেকে যারা মুরতাদ হয়েছে (ধর্ম ত্যাগ করেছে) তাদের পরিণতি

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, **أَلَمْ تَعْلَمْ** ব্যবহৃত হয়েছে **أَلَمْ تَرَ** এর অর্থে। অর্থাৎ তুমি কি জাননা? **بَوَار** শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। **بَارَ يَبُورُ بَوْرًا** হতেই **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ** এর অর্থ হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, আমর (রহঃ) বলেন, ‘আতা (রহঃ) বলেছেন যে, **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ** ‘যারা অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে’ এর দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯)

আলী (রাঃ) হতেও ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) প্রথম উক্তির সাথে সাদৃশ্য একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন কাওয়া (রাঃ) বলেন যে, **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا** এর ব্যাপারে আলী (রাঃ) এ কথাই বলেছিলেন যে, এর দ্বারা বদরের দিনের কুরাইশ কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৬)

আর একটি রিওয়াযাতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার ঈমানরূপ নি‘আমাত পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা ঐ নি‘আমাতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিয়েছিল এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে।’ (ইব্ন আবী হাতিম ১২২৭৩) এতে সব কাফির সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেন তাঁর দয়া ও রাহমাত হিসাবে। যারা তাঁর দা‘ওয়াত গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী ও প্রশংসার পাত্র হয়েছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা তাঁকে অস্বীকার করে কুফরীর মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে এবং মিথ্যা মা‘বুদদের ইবাদাত করছে এবং অন্যদেরকেও ঐ ভ্রান্ত পথে আহ্বান করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের ঐ ঘৃণ্য কাজসমূহ

قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ

সম্পর্কে সাবধান করার জন্য তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন : **قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ** তুমি বল : ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ হে নাবী! তুমি এদেরকে বলে দাও : দুনিয়ায় কিছু দিন ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে নাও, তোমাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

ثُمَّ نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪) তিনি আরও বলেন :

مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৭০)

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা।

۳۱. قُلْ لِّلْعِبَادِیَ الَّذِیْنَ ءَامَنُوا یُقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمٌ لَاْ یَبِیْعُ فِیْهِ وَلَا خِلَالٌ

সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর হুকমেনে নেয়া এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহসান ও সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি হুকুম করছেন যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে, যা হচ্ছে এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত এবং তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলকেই যাকাত (এর মাল) দিতে থাকে। সালাত কায়েম করা দ্বারা ওর সঠিক সময়, বিনয় এবং রক্ষা ও সাজদাহর হিফাযাত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে তাঁর পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে, যাতে এমন এক দিন মুক্তি লাভ করা যায় যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা কিছুই থাকবেনা। সেদিন কেহ মুক্তিপণ দিয়ে অথবা দেন-দরবার করে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চাইলে তা মোটেই সম্ভব হবেনা। ওটা হচ্ছে কিয়ামাতের দিন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৫) ‘সেই দিন থাকবেনা বন্ধুত্ব’ এই উক্তি সম্পর্কে ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, সেখানে কোন বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে কেহ মুক্তি পাবেনা, বরং সেদিন ন্যায় বিচারই করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলাই জানেন যে, দুনিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা চলে। সুতরাং মানুষের দেখা উচিত যে, সে কোন্ লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করছে। যদি এটা আল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন এটা স্থায়ী রাখে। আর যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন তা ছিন্ন করে। আমি বলি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে : ‘আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তিপণ কারও কোন উপকারে আসবেনা। সেদিন যদি কেহ পৃথিবীপূর্ণ সোনাও মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চায় তবুও তা গৃহীত হবেনা। সেদিন কারও বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসবেনা এবং কারও সুপারিশও কোন কাজে লাগবেনা যদি কাফির অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا

تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর তোমরা ঐ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৩)
আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৪)

৩২। তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।

۳۲. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّائِهَرَ

৩৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিনকে,

۳۳. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَآبِّينِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

৩৪। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

۳۴. وَءَاتَيْنَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

আল্লাহর অসংখ্য নি‘আমাতের কয়েকটির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা তার অসংখ্য নি‘আমাতের কথা বলছেন যা তার মাখলুকাতকে প্রদান করেছেন। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীন থেকে বিভিন্ন সুস্বাদু ফল-মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচায় বিভিন্ন আকৃতির গাছপালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে নৌযানসমূহ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় চলাফিরা করছে এবং মানুষকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে। তারা এক জায়গার মালামাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে লাভবান হচ্ছে। আর এভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়াচ্ছে। নদীগুলিকেও তিনি তাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, অপরকে পান করাচ্ছে, জমিতে সেচকাজ করছে, গোসল করছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاسِيَيْنِ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম গতিতে চলতে রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي

فَلَكَ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪০) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ ۖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাক্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৫৪),

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩),

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৫) মহান আল্লাহর উক্তি :

وَإِنَّا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ কাছে যা কিছু চেয়েছ তা হতে। অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা সব কিছুই দিয়েছেন। তিনি চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। তাঁর দানের হাত কখনও বন্ধ থাকেনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা) সুতরাং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে কি? তোমরা যদি তাঁর নি‘আমাতগুলি এক এক করে গণনা করতে শুরু কর তাহলে গুণে শেষ করতে পারবেনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : ‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্য। আমাদের প্রশংসা মোটেই

যথেষ্ট নয় এবং তা পূর্ণ ও বেপরোয়াকারীও নয়। সুতরাং হে আমাদের রাক্ব! আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৩)

বর্ণিত আছে যে, দাউদ (আঃ) তাঁর দু’আয় বলতেন : ‘হে আমার রাক্ব! আমি কি করে আপনার নি’আমাতের শুকরিয়া আদায় করব? শোক্‌র করাওতো আপনার একটা নি’আমাত!’ উত্তরে আল্লাহ তা’আলা বলেন : ‘হে দাউদ! এখনতো তুমি আমার শুকরিয়া করেই ফেললে। কেননা তুমি জানতে পারলে এবং স্বীকার করলে যে, তুমি আমার নি’আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করতে অপারগ।’

৩৫। স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিল : হে আমার রাক্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।

৩৫. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا ضَمَامَ

৩৬। হে আমার রাক্ব! এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে’ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হলে আপনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৬. رَبِّ إِيَّانِ أَضِلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইসমাঈলকে (আঃ) মাক্কায়ে রেখে যাওয়ার সময়

ইবরাহীম (আঃ) যে দু’আ করেছিলেন

এ স্থলে আল্লাহ তা’আলা আরাবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘর প্রথম সূচনায়ই আল্লাহ তা’আলার তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইহা নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখানে শুধুমাত্র একক ও শরীকহীন আল্লাহরই ইবাদাত করা হবে। এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনাকারীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পৃথক। ইহা যেন নিরাপদ শহর হয় এজন্য তিনি আল্লাহ তা’আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি

হে رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا (আল্লাহ) তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছিলেন।
আমার রাক্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি? (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৭)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ
ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর
যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ
প্রদর্শক। ওর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত
নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়।
(সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৬-৯৭) অতঃপর ইবরাহীম খলীল (আঃ) প্রার্থনা
করেছিলেন : ‘হে আল্লাহ! এই শহরকে আপনি নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন।
এ জন্যই তিনি বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও
ইসহাককে দান করেছেন।’ (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৯) ইসমাঈল (আঃ) বয়সে
ইসহাক (আঃ) অপেক্ষা তের বছরের বড় ছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন
দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইসমাঈলকে (আঃ) তার মাতাসহ এখানে এনেছিলেন
তখন তিনি এটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

হে আল্লাহ! আপনি একে নিরাপদ শহর করে দিন। (সূরা বাকারাহ, ২ :
১২৬) সূরা বাকারায় আমরা এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় দু‘আয়
তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও যোগ করে নেন। দু‘আ করার সময় আল্লাহর কাছে
নিজের ব্যাপারে, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের ব্যাপারে ঐ দু‘আয় অংশ করে নেয়া
এটি একটি শিক্ষা।

إِنْ تَعْبُدُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। অতঃপর তিনি মূর্তি/প্রতিমাগুলির পথভ্রষ্টতা ও ওগুলির ফিতনা এবং অধিকাংশ লোককে বিভ্রান্ত করার কথা বর্ণনা করে তাদের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা/মূর্তিপূজকদের প্রতি) নিজের অসম্ভব প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। ঈসাও (আঃ) বলেছিলেন :

إِنْ تَعْبُدُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৮) এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এটা নয় যে, ওটা সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মনে করা। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلَّلْنٰ كَثِيْرًا اِنْ تَعَذَّبْنٰهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ (আঃ) এই উক্তিটি এবং ঈসার (আঃ) رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلَّلْنٰ كَثِيْرًا (আঃ) এই উক্তিটি (৫ : ১১৮) পাঠ করেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে বললেন : 'হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন!' এটা তিনি তিনবার বললেন এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন : হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যদিও তিনি সবকিছুই জানেন, সে কোন কারণে কাঁদছে। তিনি তখন জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর কান্নার কারণ বললেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) হুকুম করলেন : 'তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল : আমি (আল্লাহ) তাকে তার উম্মাতের ব্যাপারে খুশী করব, অসম্ভব করবনা। (মুসলিম ১/১৯১)

৩৭। হে আমাদের রাব্ব!
আমি আমার বংশধরদের
কতককে বসবাস করলাম
অনুর্বর উপত্যকায় আপনার
পবিত্র গৃহের নিকট। হে

৩৭. رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ
ذُرِّيَّتِيْ بَوَادٍ غَيْرِ ذٰى زَرْعٍ عِنْدَ

আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে,
তারা যেন সালাত কায়েম
করে; সুতরাং আপনি কিছু
লোকের অন্তর ওদের প্রতি
অনুরাগী করে দিন এবং
ফলফলাদি দ্বারা তাদের
রিযকের ব্যবস্থা করুন যাতে
তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দু'আ। তাঁর প্রথম দু'আ হচ্ছে তখনকার দু'আটি যখন তিনি
এই মাসজিদটি তৈরী হওয়ার পূর্বে ইসমাইলকে (আঃ) তার মা হাযারসহ মাক্কা
শহরে রেখে গিয়েছিলেন। (বুখারী ৩৩৬৪) আর এটা হচ্ছে কা'বা ঘর তৈরী
হওয়ার পরের দু'আ। এ জন্যই তিনি عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (আপনার পবিত্র গৃহের
নিকট) বলেছেন। আর তিনি সালাত কায়েম করার কথাও উল্লেখ করেছেন। رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ তারা যেন সালাত কায়েম করে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা الْمُحَرَّم শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
অর্থাৎ এটাকে মর্যাদা সম্পন্ন রূপে এ জন্যই বানানো হয়েছে, যেন এখানকার
লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সালাত আদায় করতে পারে। এখানে এ
কথাটিও স্মরণযোগ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) বললেন : فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ 'কিছু লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দিন।' ইবন আব্বাস
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ইবরাহীম
(আঃ) যদি সমস্ত লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার প্রার্থনা করতেন
তাহলে পারসিক, রোমক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত লোক
এখানে এসে ভীড় জমাতো। (তাবারী ১৭/২৫-২৬) তিনি শুধুমাত্র মুসলিমদের
জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন। আর প্রার্থনায় তিনি বললেন : وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرَاتِ ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন। অথচ এই যমীন ফল

উৎপাদনের যোগ্যই নয়। এটাতো অনুর্বর ভূমি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তার এই দু‘আও কবুল করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا تَجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا

আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ “হারাম” প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয়ক স্বরূপ? (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৭)
সুতরাং এটা আল্লাহ তা‘আলার একটা বিশেষ দান ও রাহমাত যে, এই শহরে কোন কিছুই জন্মনা, অথচ চতুর্দিক থেকে নানা প্রকার ফল এখানে পূর্ণ মাত্রায় আমদানী হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইবরাহীম খালীলুল্লাহরই (আঃ) দু‘আর বারাকাত।

৩৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকেনা।

৩৮. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

৩৯। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্বক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রাব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।

৩৯. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

৪০। হে আমার রাব্ব! আমাকে সালাত কয়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

৪০. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

৪১। হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন।

٤١. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

আল্লাহর কাছে ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন : এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম খালীল (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বললেন : হে আমার রাব্ব। আমার ইচ্ছা ও মনের বাসনা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। আমি চাই যে, এখানকার অধিবাসীরা যেন আপনার সম্ভ্রুতি কামনাকারী হয় এবং শুধুমাত্র আপনারই প্রতি অনুরাগী হয়। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই আপনার কাছে পূর্ণরূপে জাজ্জল্যমান। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ এটা আমার প্রতি আপনার বড়ই অনুগ্রহ যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি আমাকে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাকের (আঃ) ন্যায় দু'টি সুসন্তান দান করেছেন। আপনি প্রার্থনা কবুলকারী বটে। আমি চেয়েছি আর আপনি দিয়েছেন। সুতরাং হে আমার রাব্ব! এ জন্য আমি আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। رَبُّ جَعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ هে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও এই ক্রমধারা কায়েম রাখুন। আমার সমস্ত প্রার্থনা কবুল করুন। এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, তার পিতা যে আল্লাহর শত্রুতার উপর মারা গিয়েছিল এটা জানার পূর্বে তিনি وَلِوَالِدَيَّ (আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা করুন) এই দু'আ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এটা জানতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ এখানে তিনি সমস্ত মু'মিনের পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, আমলের হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

<p>৪২। তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।</p>	<p>٤٢. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</p>
<p>৪৩। ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।</p>	<p>٤٣. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ</p>

অবিশ্বাসীদের প্রতি কিছু দিনের জন্য আল্লাহর অবকাশ দেয়া এই নয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে অনবহিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন : কেহ যেন এটা মনে না করে যে, যারা অসৎ কাজ করে তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উদাসীন, তিনি কোন খবর রাখেননা বলেই তারা দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি মুহূর্তের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, হয় তারা দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী হবে।

শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের দিন **إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ** এসে যাবে, সেই দিনের ভয়াবহতায় তাদের চক্ষুগুলি হয়ে যাবে স্থির ও বিস্ফোরিত। ভীত বিহ্বল চিত্তে দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে তারা আহ্বানকারীর শব্দের দিকে ছুটাছুটি করবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাবর হতে পুনরুত্থিত হওয়া ও হাশরের মাঠে দাঁড়ানোর জন্য তাড়াহুড়া করার অবস্থা বর্ণনা

করছেন। ঐ দিন তারা সরাসরি ঐ দিকেই দৌড় দিবে এবং সবাই সেদিন সম্পূর্ণরূপে অনুগত হয়ে যাবে।

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিস্মল হয়ে। (সূরা কামার, ৫৪ : ৮)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ১০৮)

وَعَنْتِ الْأَوْجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ : ১১১)

يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪৩)
সেখানে হাযির হওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ফিরবে। চক্ষু তাদের নীচের দিকে বুকবেনা। ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের চোখে পলক পড়বেনা। অন্তরের অবস্থা এমন হবে, যেন তা উড়ে যাচ্ছে এবং শূন্যে পড়ে আছে। ভয় ও আতংক ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। প্রাণ হয়ে পড়বে কণ্ঠাগত। ভীষণ ভয়ের কারণে তা নিজ স্থান থেকে সরে পড়বে এবং অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে।

৪৪। যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে,

۴۴. وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
نُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ
أَوَّلَمَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ

তোমাদের পতন নেই?	قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ
৪৫। অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।	<p>٤٥. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَيَّيَنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ</p>
৪৬। তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত রয়েছে। তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত।	<p>٤٦. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ</p>

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর কেহকেই আর অবকাশ দেয়া হবেনা

যারা নিজেদের নাফসের উপর যুলুম করেছে তারা শাস্তি অবলোকন করার পর যা বলবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন। তারা ঐ সময় বলবে :
رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ
হে আমাদের রাক্ব! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, এবার আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদেরও অনুগত থাকব। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ...

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারও মৃত্যু এসে পড়ে তখন বলে : হে আমার রাব্ব! আমাকে আবার ফিরিয়ে দিন...। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৯৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সম্ভান-সম্পত্তি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯) তাদের হাশরের মাইদানের অবস্থার খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২) আর এক আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَةِ رَبِّنَا

হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে : 'হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا

সেখানে তারা আতর্জনাদ করবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭)

এই আয়াতেও এ ধরনেরই কথা রয়েছে। এখানে তাদের এই কথার জবাবে বলা হয়েছে : أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই, কিয়ামাত বলতে কিছুই নেই, মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান হবেনা? এখন ওর স্বাদ গ্রহণ কর। অন্যত্র রয়েছে :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে : যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا

তোমরা বসবাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট অজানা ছিলনা, আর তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি অবলোকন করেও তোমরা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা এবং সতর্ক হচ্ছনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتَذُرُ

এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫)

وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِلزُّوْلِ مِنْهُ الْجِبَالِ এ আয়াত সম্পর্কে শুবাহ (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন দাবিল (রহঃ) বলেন যে, আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) বলেছেন :

যে ব্যক্তি ইবরাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে ঈগলের দু'টি বাচ্চা নিয়ে পুষতে থাকে। যখন ও দু'টি বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন ঐ ব্যক্তি ওদের একটিকে একটি ছোট বাস্কের একটি পায়ার সাথে বেঁধে দেয় এবং অপরটিকে বাধে বাস্কের আর একটি পায়ার সাথে। ওদেরকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। অতঃপর সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে ঐ কাঠের বাস্কের ভিতর বসে যায় এবং একটি লাঠির মাথায় এক খন্ড গোশত বেধে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত ঈগল দু'টি ঐ গোশত খন্ড খাওয়ার লোভে উপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং এর ফলে কাঠের বাস্কটিও ওদের সাথে সাথে উপরে উঠে যায়। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি দেখতে পাচ্ছিল। তারাও তা বর্ণনা করছিল। যখন তারা এত উপরে উঠে যে, সেখান থেকে ঐ লোক দুটি নীচের পাহাড়গুলিকে মাছির মত দেখে তখন তারা ঐ লাঠি নীচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। ফলে ঈগলদ্বয় গোশত খন্ড নীচের দিকে দেখতে পায়। সুতরাং তারা গোশত খন্ড ধরার লোভে নীচের দিকে নামতে থাকে। কাজেই বাস্কও নামতে থাকে এবং শেষ

পর্যন্ত যমীনে নেমে পড়ে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই চক্রান্ত যার ফলে পাহাড়ও টলে যাওয়া সম্ভব। (তাবারী ১৭/৩৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনাটি বাদশাহ বাখতে নাসরের ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ যখন পৃথিবী এবং ওর জনগণ হতে বহু দূরে পৌঁছে যায় তখন তার প্রতি আওয়াজ হল : ওহে যালিম শাসক! তুমি কোথায় চলছ? এ আওয়াজ পেয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং ঈগলের কাছাকাছি মাংস খন্ডকে নিয়ে এলো। ঐ খাদ্য পাবার জন্য ঈগল পাখি এত দ্রুত ধাবিত হল যে, বাতাসের গতির প্রচণ্ডতার কারণে মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়সমূহ নড়ে উঠছে, পাহাড়গুলি যেন তাদের অবস্থান স্থল থেকে সরে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন الْجِبَالُ مِنْهُ لَتَرْوُلَ (তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) কিরাআতে لَتَرْوُلَ এর স্থলে لَتَرْوُلُ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ان কে نَافِيَةٌ নেতিবাচক ধরতেন। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত পর্বতসমূহকে টলাতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ, এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, এর ফলে পাহাড়সমূহ যেন তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হাসান বাসরীও (রহঃ) এটাই বলেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, তাদের শির্ক ও কুফরী পর্বতরাজি ইত্যাদি সরাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এই অপকর্মের বোঝা তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে। আমি (ইব্ন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি :

وَلَا تَمَشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৩৭) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের শির্ক পর্বতসমূহকে টলিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

তাতে আকাশসমূহে বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯০)
যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিও এটাই। (তাবারী ১৭/৪১)

<p>৪৭। তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দৃঢ় বিধায়ক।</p>	<p>٤٧. فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفَ وَعْدِهِ ۚ رُسُلُهُۥٓ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ</p>
<p>৪৮। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।</p>	<p>٤٨. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۖ وَرَزَوُا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ</p>

আল্লাহ তা'আলা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করার তিনি যে ওয়াদা করেছেন তার তিনি কখনও ব্যতিক্রম করবেননা। তাঁর উপর কেহ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়, তিনি কাফিরদের উপর তাদের কুফরীর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ১৫)
কিয়ামাতের দিন তাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে। يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ সেই দিন যমীন হবে বটে, কিন্তু এটা নয়, বরং অন্যটা। অনুরূপভাবে আসমানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন ময়দার সাদা রুটী, যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবেনা। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৫০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন : **يَوْمَ تُبَدَّلُ**

الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন : (তারা সেদিন) পুলসিরাতের উপর থাকবে। (আহমাদ ৬/৩৫, মুসলিম ৪/২১৫০, তিরমিযী ৮/৫৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত ক্রীতদাস সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং বলে : 'হে মুহাম্মাদ! আসসালামু আলাইকা (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।' আমি তখন তাকে এত জোরে ধাক্কা মারি যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন সে আমাকে বলল : 'আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?' আমি উত্তরে বললাম : বে- আদব! 'হে আল্লাহর রাসূল' না বলে তাঁর নাম নিলে কেন? সে বলল : 'তাঁর পরিবারের লোক তাঁর যে নাম রেখেছে আমরাও তাঁকে সেই নামেই ডাকব।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমার পরিবারের লোক আমার নাম মুহাম্মাদ রেখেছে বটে।' ইয়াহুদী বলল : 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : 'আমার জবাবে তোমার কোন উপকার হবে কি?' সে উত্তরে বলল : 'শুনতো নিই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যে একটি কুটা (খড়কুটা) ছিল তা মাটিতে ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন : 'আচ্ছা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর।' সে জিজ্ঞেস করল : যখন আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা কোথায় থাকবে?' তিনি জবাবে বললেন : 'পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে।' সে আবার জিজ্ঞেস করল : 'সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে পার হবে?' তিনি উত্তর দেন : 'দরিদ্র

মুহাজিরগণ।’ সে পুনরায় প্রশ্ন করে : ‘তাদেরকে সর্বপ্রথম কি উপটোকন দেয়া হবে?’ তিনি জবাবে বলেন : ‘অধিক পরিমাণে মাছের কলিজা।’ সে আবার জিজ্ঞেস করে : ‘এরপর তারা কি খাদ্য পাবে?’ তিনি উত্তর দেন : ‘জান্নাতী বলদ যবাহ করা হবে, যেগুলি জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত।’ সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে : ‘তারা পান করার জন্য কি পাবে?’ জবাবে তিনি বলেন : ‘সালসাবীল নামক জান্নাতী ঝর্ণার পানি।’ ইয়াহুদী তখন বলল : ‘আপনার সমস্ত জবাবই সঠিক। আচ্ছা, আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞেস করব যা শুধুমাত্র নাবী জানেন এবং দুনিয়ার আর দু’একজন লোকে জানে।’ তিনি বললেন : ‘আমার জবাব তোমার কোন উপকারে আসবে কি?’ সে জবাবে বলল : ‘কানে শুনেতো নিব।’ অতঃপর সে বলল : ‘সন্তান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে তিনি বলেন : ‘পুরুষের বিশেষ পানি (বীর্য) সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বিশেষ পানি (বীর্য) হলদে রংয়ের হয়। যখন এই দুই পানি একত্রিত হয় তখন যদি পুরুষের পানির (বীর্য) আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আর যদি নারীর পানির আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহ তা’আলার হুকুমে কন্যা সন্তান জন্মে।’ এই উত্তর শুনে ইয়াহুদী বলে উঠল : ‘নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথা বলেছেন এবং অবশ্যই আপনি নাবী।’ অতঃপর ইয়াহুদী চলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘যখন এই ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে তখন আমার উত্তর জানা ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা সাথে সাথে আমাকে উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন।’ (মুসলিম ৩১৫)

ইরশাদ হচ্ছে : وَبَرِّزُوا لِلَّهِ সমস্ত মাখলুক (কাবর থেকে বেরিয়ে) আল্লাহর সামনে হাযির হবে, যিনি এক ও পরাক্রমশালী। সবারই কাধ তাঁর সামনে অবনত থাকবে এবং সবাই হয়ে যাবে তাঁর অনুগত ও বাধ্য।

<p>৪৯। সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়।</p>	<p>٤٩. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ</p>
<p>৫০। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল।</p>	<p>٥٠. سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ</p>

৫১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ
প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল
দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে
তৎপর।

۵۱. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

কিয়ামাত দিবসে দুষ্কৃতকারীদের অবস্থা!

আল্লাহ তা'আলা বলছেন :
কিয়ামাতের দিন যমীন ও আসমান পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মাখলুক
আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। হে নাবী! ঐ দিন তুমি কাফির ও
অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে। সর্বপ্রকারের পাপী পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে
থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ

একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২২)
অন্যত্র তিনি বলেন :

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাক্বীর, ৮১ : ৭) অন্যত্র
বলা হয়েছে :

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা
হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১৩) তিনি
আরও বলেন :

وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ۖ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। আর
শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৩৭-৩৮)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন : **سَرَّايِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانَ** (তাদের পোশাক হবে আলকাতরার) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ‘কাতিরান’ শব্দের অর্থ হল আলকাতরা যা খুব দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, **سَرَّايِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانَ** এ আয়াতে ‘কাতিরান’ (**قَطْرَانَ**) শব্দের অর্থ হচ্ছে গলিত তামা। (তাবারী ১৭/৫৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : হতে পারে যে, এ আয়াতটি পাঠ করতে হবে **سَرَّايِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانَ** এভাবে, যার অর্থ হচ্ছে ঐ তামা যা উত্তপ্ত করার কারণে প্রচণ্ড তাপসমৃদ্ধ হয়। (তাবারী ১৭/৫৫-৫৬)

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

আগুন তাদের মুখমণ্ডল দক্ষ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায। (সূরা মু’মিনুন, ২৩, ১০৪)

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী ইসহাক (রহঃ) বলেন, আবান ইব্ন ইয়াযীদ (রহঃ) যে, ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন, যায়িদ ইব্ন আবী সালাম (রহঃ) আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমার উম্মাতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করবেনা (১) আভিজাত্যের গৌরব করা, (২) অন্যের বংশকে বিদ্রূপ করা, (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া, (৪) মৃতের জন্য বিলাপ করা। জেনে রেখ যে, মৃতের জন্য বিলাপকারিনী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে আলকাতরার জামা ও খোস পাঁচড়ার দোপাট্টা (উত্তরীয়) পরানো হবে।’ (আহমাদ ৫/৩৪২, মুসলিম ২/৬৪৪) মহান আল্লাহর উক্তি :

لَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ (কিয়ামাতের দিন) প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। মন্দ লোকদের মন্দ কর্ম তাদের সামনে এসে যাবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

لَيَجْزِي الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩১)

এরপর তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর, সত্বরই তিনি তাদের হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ করবেন। খুবই তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে। কেননা তিনি সব কিছুই জানেন এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সমস্ত মাখলুখ সৃষ্টি করা ও তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরুত্থান করা তাঁর কাছে একজনের মতই। যেমন তিনি বলেন :

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَنَسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮) মুজাহিদের (রহঃ) উক্তির অর্থ এটাই যে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ তা'আলা খুবই তৎপর।

৫২। এটা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।

۵۲. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : এই কুরআনুল কারীম দুনিয়ায় মহান আল্লাহর স্পষ্ট পয়গাম। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

لَا تُنذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

আমি যেন এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৯) অর্থাৎ এই কুরআন সমস্ত মানব ও দানবের জন্য। যেমন এই সূরারই প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

আলিফ লাম রা, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে (হিদায়াতের) আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১) এই কুরআনুল কারীম

নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, وَلَيُنْذِرُوا بِهِ এর দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা এবং তারা যেন এর দলীল প্রমাণাদি দেখে, পড়ে এবং পড়িয়ে যথার্থভাবে অবহিত হতে পারে যে, أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। وَلَيَذَّكَّرَ أُولُوا وَلَيَذَّكَّرَ أُولُوا বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা অনুধাবন করে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ত্রয়োদশ পারা এবং সূরা ইবরাহীমের তাফসীর সমাপ্ত।